খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে – ১

খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে বিরাটশিশু আনমনে
শূন্যে মহা আকাশে তুমি মগ্ন লীলা বিলাসে
ভাঙ্গিছ গড়িছ নীতি ক্ষনে ক্ষনে।

– কাজী নজরুল ইসলাম

গডের একদিন হঠাৎ করে ইচ্ছা হল মানুষ তৈরী করবে। কারন তাকে স্মরণ করার মত এ দুনিয়াতে আর কেহ ছিলনা। একাকীত্ব অনুভব করছিলেন বুঝি! ভাল কথা। গড আদি মানব-মানবী আদম-হাওয়াকে তৈরী করলেন। তারা বেহেশতে পরম সুখে-শান্তিতেই বসবাস করতে লাগল। So far so good. কিন্তু ধীরে ধীরে গড যেন তাদের উপর ঈর্ষাপরায়ণ (zealous) হয়ে উঠল। আদম-হাওয়ার এহেন সুখ-শান্তি গডের বুঝি আর সহ্য হচ্ছিল না। তিনি চিন্তায় পড়ে গেলেন কি করা যায়। হঠাৎ একদিন দুনিয়া কাঁপানো ইউরেকা-ইউরেকা বলে চিৎকার করে উঠলেন। সেটাকেই সম্ভবত বিজ্ঞানীরা বিগ-ব্যাং বলে! ইতোমধ্যে মাথায় কু-বুদ্ধি এসে গেছে! শয়তান তৈরী করতে হবে (কেহ কেহ বলে গড আদম-হাওয়ার আগেই শয়তানকে তৈরী করে রেখেছিল)। কু-বুদ্ধি ছাড়া এটাকে কি কেহ সু-বুদ্ধি বলতে পারে। ধর্মগ্রন্থ থেকে শয়তানকে আমরা একটি নোংড়া ক্রিয়েচার হিসাবেই জানি এবং আমাদের গুরুজনেরাও সেটাই আমাদের মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছেন। যে কি না মানুষের খারাপ ছাড়া কখনও ভালো চায় না। শয়তানের মত একটি নোংড়া প্রাণীকে সৃষ্টি করার চিন্তা যার মাথায় আসতে পারে সে যে কতটা নোংড়া মনের তা সহজেই অনুমেয়। গডকে আবার কোন বড় শয়তান প্ররোচিত করেছিল কে জানে!

গডই শয়তান সৃষ্টি করেছে এ কথা শুনে আমার কোন কোন বন্ধু যেন আকাশ থেকে পড়েন! ভাবখানা এমন তা হতেই পারে না! আমি বলি, তাহলে বল শয়তানকে কে সৃষ্টি করেছে? তখন আমতা-আমতা শুরু করে দেয়। তখন আমি বলি তাহলে মনে হয় ভগবানই শয়তানকে সৃষ্টি করেছে অথবা গডের মত শয়তানও শয়ম্ভু, তাই না? তখন আর কথা বলে না! শয়তানকে খুব কৌশলে সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে গডের গায়ে কোন রকম আঁচর না লাগে। যা কিছু ভাল তার প্রশংসা যায় গডের কাছে। আর যাহা কিছু খারাপ তার ভর্ৎসনা যায় শয়তানের দিকে। খুবই চমৎকার, তাই না?

যাইহোক, দীর্ঘ্যদিন ধরে গড শয়তানকে যত রকমের বুদ্ধি আছে তার সবগুলোই শেখালেন। তারপর তাকে ছেড়ে দিলেন আদম-হাওয়াকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিষিদ্ধ গন্ধম ফল (কেহ কেহ বলে গম!) খাওয়ানোর জন্য। গড যেটা চাইলেন সেটাই হল। গডের প্ল্যান কি আর ভেস্তে যেতে পারে! আদম-হাওয়া একদিন সত্যি সত্যি গম ফল খেয়ে ফেললেন। গড তো মনে মনে মহা খুশী! তারপর তাদের দোষী সাব্যস্ত করলেন নিষিদ্ধ গম ফল খাওয়ার জন্য। বেচারা-বেচারী কোনভাবেই গডকে

বুঝাইতে সক্ষম হল না। পরিনাম, গড তাদের বেহেশত থেকে দুনিয়াতে ফেলে দিলেন। ওয়াও, এত উঁচু থেকে পড়েও তারা জীবিত ছিল!

গড এবং শয়তান কন্‌সপাইরেসী করে যদি আদম-হাওয়াকে বেহেশত থেকে বিতাড়িত না করত তাহলে আমরা সবাই আজ বেহেশতেই থাকতে পারতাম। কি মজাই না হত, তাই না? কত হুর-পরী-গেলমান, মদ-গাঁজা-ভাং, দুধ-ডিম-মধু, ফল-মূল-ম্যানসন, আরো কত কি! ইস মুখে পানি এসে যায়!

তারপর সময়ের আবর্তে গড একদিন মিখাঈল ফেরেশতাকে সৃষ্টি করলেন অথবা আগেই সৃষ্টি করে রেখেছিলেন। তাকে দায়িত্ব দিলেন আদম-হাওয়া ও তাদের সন্তান-সন্ততিদের ব্রেড-বাটারের ব্যবস্থা করা। পাশাপাশি আদম-হাওয়াকে হাট থেকে এক জোড়া গরু এবং লাঙ্গল-জোঁয়াল ও কিনে দিলেন চাষাবাদ করে খাওয়ার জন্য। বেহেশত থেকে কিছু গম ফলের বীজ ও পাঠালেন রুটি বানিয়ে খাওয়ার জন্য। মিখাঈলের তাহলে আবার কি কাজ? মিখাঈল কাজ না করে না করে একেবারে ল্যাথার্জিক হয়ে গেছে। দেখেন না, সোমালিয়া, রুয়ান্ডা, বুরুন্ডি, এই সব দেশের লোকদের কি দশা। আর সোমালিয়াতেই বা যেতে হবে কেন। বাংলাদেশেই প্রতি বছর মঙ্গায় কত লোক যে মারা যায় কে জানে। এই সামান্য ব্রেড-বাটারের দায়িত্বই যেখানে মিখাঈল সামাল দিতে পারছেনা সেখানে তাকে নাকি আবার ঝড়-বৃষ্টিরও গুরুদায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কেমন লাগে বলুন তো। যেখানে দরকার বৃষ্টি সেখানে দিতেছে খড়া আর যেখানে দরকার খড়া সেখানে দিতেছে বৃষ্টি। এবার বুঝুন ঠ্যালা! সমুদ্রে বৃষ্টির কোন দরকার নেই অথচ সেখানে বৃষ্টি দেয় আর যেখানে ক্ষেতের ফসলে বৃষ্টি দরকার সেখানে দেয় খড়া বা বন্যা! এই বেয়াক্কল মিখাঈলকে গড আর কতদিন ধরে এ পোস্টে রেখে দেবে। সে তো মনে হয় বুড়ো হয়ে মৃত্যুর ক্ষণ গুনছে অথবা কবে যে মরে ভূত হয়ে গেছে কে জানে! গডের কাছে আর উপযুক্ত কি কেহ নেই! এ তো দেখছি বাংলাদেশের চাকরীর মত। না মরা পর্যন্ত পোস্ট খালি হয়না! জীবরাঈল ফেরেশতা তো আজ প্রায় ১৪০০ বছর ধরে আনইমপ্লয়েড হয়ে বসে আছে। তার আর কোন কাজ নেই। গড তাকে এ দায়িত্ব দিলেও তো পারত। গডের মতি গতি বুঝা বড়ই দায়!

আর এক রিডানড্যান্ট ক্রিয়েচার আজরাঈল (যমদূত!)। আচ্ছা মনে করেন একজন মানুষকে সম্পূর্ণ পানিতে নিমজ্জিত করে দীর্ঘ্যক্ষণ চেপে ধরে রাখা হল। কি হবে মানুষটির? নিঃসন্দেহে অক্কা পাবে, তাই না। এ অবস্থায় আজরাঈলের ভূমিকাটা কি? আজরাঈল কি লোকটির কাছাকাছি এসে ঘাপটি মেরে বসে থাকবে আর দেখবে কখন সে মারা যায়? আজরাঈল কখন তার জান কবচ করবে? মৃত্যুর আগে না পরে? মৃত্যুর পরে জান কবচ, এ কি করে সম্ভব? আর মৃত্যুর আগেই বা আজরাঈল তার জান কবচ করবে কেন? আজরাঈল জান না কবচ করলেও কি লোকটি মারা যাবে? সায়েন্স তো বলছে, এ অবস্থায় লোকটির মারা যাওয়ার সাথে আজরাঈলের জান কবচ করা না করার কোনই সম্পর্ক নেই। বিশ্বাস না হলে নিজেই একবার পরীক্ষা করে দেখুন না। আজরাঈলের দেখা পেয়েও যেতে পারেন! পরীক্ষাটাও খুবই সহজ!

গড কিভাবে select করে কোন soul কে কার ঘরে পাঠাবে। গডের এ selection কি determinstic নাকি random? যদি determinstic হয় তাহলে গড কেন মানুষকে হিন্দু, খৃষ্টান, জিউস, ইত্তাদি ধর্মের ফলোয়ারদের ঘরে পাঠাইতেছে? তাদের কতটুকু সম্ভাবনা থাকে মুসলিম হওয়ার। Tends to zero! নাকি random selection, অর্থাৎ গড সপ্তম আসমান থেকে প্রতিনিয়ত কিছু কিছু soul কে ঝুরুৎ-ঝুরুৎ করে নীচে ছেড়ে দিতেছে আর সেগুলি ফুরুৎ-ফুরুৎ করে উড়ে এসে মহিলাদের গর্ভাশয়ে ঢুকে যাইতেছে, যেটা গড নিজেই জানেনা কার গর্ভাশয়ে কে ঢুকল! গডের লীলাখেলা বুঝা বড়ই দায় রে ভাই!

আগামীকাল থেকে যদি পৃথিবীর তাবৎ নর-নারী sexual contact ছেড়ে দেয় অথবা ১০০% protection দিয়ে মিলিত হয়, সেক্ষেত্রে গড কি অন্য কোন ভাবে পৃথিবীতে মানুষ পাঠাতে পারবে? গড বেশ বেকায়দায় পরে যাবে, তাই না? অথবা পৃথিবীর তাবৎ মানুষ যদি একসাথে সুইসাইড করে, সেক্ষেত্রেও কি গড আবার নতুন করে মানুষ পাঠাতে পারবে? কি মনে হয় আপনাদের। সেই যে কবে আদম-হাওয়াকে পূর্ণাংঙ্গ মানুষ হিসাবে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিল তার পর থেকে গডের আর কোন পাত্তাই নেই! আর দু-একটি পূর্ণাংঙ্গ মানুষও কি পাঠানো যায় না। অথবা পূর্ণাংঙ্গ পশু-পাখি, গাছ-পালা? কোনটাই না? কি আশ্চর্য! গডের এক কথা এক কাজ নাকি!

মানুষ সৃষ্টির আগে ফেরেশতাদের নিয়ে গড একটি মিটিং ডেকেছিল এবং তার সুপ্ত ইচ্ছার কথা তাদের জানিয়েছিল। ফেরেশতারা বলেছিল, ‘‘এ কাজ করতে যাবেননা, প্লিজ। তারা সবসময় একে অপরের সহিত মারামারি-হানাহানি-খুনাখুনিতে লিপ্ত থাকবে।’’ গড বলেছিল, ‘‘আমি যা জানি তোমরা তা জাননা।’’ এখন বুঝা যায় ফেরেশতারাই কত সঠিক ছিল!

গড মানুষ তৈরী করে শয়তানকে তাদের পেছনে লেলিয়ে দিল। পাশাপাশি আবার মানুষকে এ্যান্টিভাইরাস (ধর্মগ্রন্থ) দিল শয়তান থেকে নিজেদের সেভ রাখার জন্য। এ যে দেখছি সেই পুরাতন প্রবাদের মতঃ ‘‘চোরকে বলে চুরি করতে আবার বাড়িওয়ালাকেও বলে সজাগ থাকতে!’’ হায়রে গডের লীলাখেলা! এ শিশুসুলভ খেলা আর কতদিন চলবে!

খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে – ২

অ্যামেরিকার নিক্ষিপ্ত এ্যাটম বম্ব যখন হিরোশিমা-নাগাসাকির দিকে দ্রুত বেগে অগ্রসর হইতেছিল অথবা হাইজাকাররা যখন এরোপ্লেন হাইজ্যাক করে টুইন-টাওয়ারের দিকে ধাবিত হইতেছিল সেই সাথে আজরাঈলও (যমদূত) কি তাদের পিছু পিছু যাইতেছিল লোকগুলোর জান কবচ করার জন্য?! কেহ কেহ ভুরু কুঁচকে বলতে পারে আজরাঈলকে আবার পিছু পিছু ছুটতে হবে কেন? সে তো এক জায়গায় বসে থেকেও জান কবচ করতে পারে। ওয়েল, শুনেছি ফেরেশতাদের নাকি পাখা আছে। জীবরাঈলের নাকি ৬০০ পাখা ছিল এবং মুহুর্তের মধ্যে নাকি মহাবিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে পারত। তা আজরাঈলের কি পাখা নেই? সে কি উড়তে পারেনা? যাইহোক, আমার খুব জানতে ইচ্ছা করে ঐ মূহুর্তে আজরাঈলের ভূমিকাটা আসলে কি ছিল। লোকগুলো কি ছাইভস্ম হয়ে যাওয়ার পর আজরাঈল তাদের জান কবচ করেছিল? নাকি আজরাঈল তার কাজ আগে-ভাগেই সেরে রেখে এ্যাটমবম্ব/এরোপ্লেন ''মৃত'' মানুষগুলোকে হত্যা করতে আসছে দেখে মিটি মিটি হাসছিল! কেহ কি দয়া করে এ অবস্থায় আজরাঈলের রোলটা বুঝিয়ে বলবেন।

এবার আসি ভগবান/ঈশ্বর/আল্লা/জেহবা/ইলোহি ইত্তাদি গড মহাশয়দের কথায়। যদি ধরেই নিই যে এরোপ্লেন হাইজাকারদের আল্লাহ'ই পাঠিয়েছেন (যেহেতু হাইজাকাররা মুসলিম ছিল) তাহলে বাকি সব গডগুলো অটোমেটিক্যালি ইমপটেন্ট (Impotent) হয়ে পড়ে, কারণ তারা এ অবস্থায় কিছুই করতে পারে নাই! নাকি ঘটনার আগেই সবগুলো গড মিটিং করে একমত হয়েছিল, কেহ আল্লার উপর ভেটো দেয় নাই। অনুরূপভাবে যদি ধরে নিই যে হিরোশিমা-নাগাসাকির এ্যাটম বম্বগুলো ইলোহি'ই (খৃষ্টান গড) পাঠিয়েছেন, সেক্ষেত্রেও বাকি সব গডগুলো ইমপটেন্ট হয়ে পড়ে। এইভাবে বিশ্লেষন করলে দেখা যাবে যে সবগুলো গডই ইমপটেন্ট! কারণ বলা হয়ে থাকে যে গডের অর্ডারেই নাকি সবকুছ হয়ে থাকে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে একটি গড কোন ইচ্ছা করলে অন্য গডগুলোর কোনই সামর্থ্য নেই তাকে বাধা দেওয়ার।

অনেকে বলতে পারে গডদের মধ্যে হয়ত মিউচুয়াল সন্ধি হয়েছে এবং কেহ কারো কাজে বাধা দেবে না। তারপর Judgment Day আছে না? সেই Judgment Day তেই গডরা একহাত দেখে নেবে! তাদেরকে আমি ছোট্ট একটি উদাহরন দিতে চাই। মনে করেন একদল দূর্বিত্ত আপনার মা-মেয়ে-বোনদের ধর্ষন করার জন্য প্ল্যান করছে (শুধুই উদাহরন, আমাদের সবারই মা-বোন আছে, অন্যভাবে নেবেন না, প্লিজ)। তারপর তারা রওনা দিল ধর্ষন করার জন্য। আপনি সবকিছু জানেন এবং নিজ চোখে দেখছেন। তারপরও কি আপনি তাদের বাধা দেবেন না??? নাকি তাদের যেতে দেবেন মা-বোনদের ধর্ষন করার জন্য এবং ধর্ষনের সিনারিও দেখার জন্য! আর মনে মনে বলবেন যত ইচ্ছা তোমরা ধর্ষন করে নাও তারপর দেখাচ্ছি মজা!!! ধর্ষনের সিনারিও দেখা শেষে ধর্ষকদের কাঠগড়ায় তুলিয়ে ফাঁসিতে ঝুলাইলেন। কি বুঝলেন বলেন তো। একমাত্র বধ্য উন্মাদ ছাড়া এমন কোন সুস্থ

মস্তিস্কের মানুষ আছে যে এমনটি করবে? মা-বোনের ধর্ষন ব্লু-ফিল্মের মত দেখে তারপর ‘‘নায়কদের’’ বিচার করবে?!

আমরা কেহই ইচ্ছাকৃতভাবে ধর্ষনের ঘটনা ঘটতে দিই না। অথচ আমাদের চোখের আড়ালে এমন ঘটনা অহরহ ঘটছে। সেগুলোকে আমরা কোনভাবেই প্রটেকশন দিতে পারছিনা। তো গড মহাশয়গুলোর অবস্থা ও কি আমাদের মতই অথৈবচ? তারাও প্রটেকশন দিতে পারছেনা? নাকি তারা সবাই একত্রে বসে ব্লু-ফিল্ম দেখার মত মজা করে! তারপর ধর্ষকদের Judgment Day তে দেখে নেবে?

গড প্রটেকশন দিলে একটি ধর্ষনের ঘটনাও ঘটার কথা না। কিন্তু ধর্ষনের ঘটনা হরহামেশাই ঘটছে। তার মানে হয় গড প্রটেকশন দিচ্ছেনা, অথবা প্রটেকশন দিতেই পারছেনা।

গড যদি ইচ্ছাকৃতভাবে প্রটেকশন না দেয়, তাহলে আমরা কি প্রটেকশন দিতে যেয়ে গডেরই বিরূদ্ধাচারণ করছি না??? আর যদি গডই প্রটেকশন দিতে না পারে তাহলে সে আবার গড কি করে হয়? সুডো গড?

পাঠকদের উপরের উদাহরনটি ভেবে দেখতে অনুরোধ করব। তারপর আপনারা আপনাদের গডদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ কেন ষষ্ঠ/সপ্তম মুখ হলেও কোন আপত্তি নেই।

মনে করেন আপনার গোটাকয়েক ছেলে-মেয়ে আছে। হঠাৎ করে আপনার ভীমরতি ধরল তাদেরকে টেস্ট করবেন! ভাল কথা। আপনি তাদের বিভিন্ন ভাবেই টেস্ট করতে পারেন যেহেতু তারা আপনারই ছেলে-মেয়ে। আমি এখানে একটি উদাহরন দেব। ধরুন আপনার ডাইনিং টেবিলে পৃথিবীতে যত রকমের সুস্বাদু খাবার পাওয়া যায় তার সবগুলোই সুন্দর করে বিভিন্ন পাত্রে সাজিয়ে রাখলেন। সেই সাথে পাশে একটি নোটিশ ঝুলিয়ে দিয়ে বললেন, ‘‘তোমরা এই এই আইটেমগুলোই শুধু খেতে পারবে আর ঐ ঐ আইটেমগুলো কোনভাবেই খেতে পারবে না। যারা নিষিদ্ধ আইটেমগুলো খাবে তাদেরকে আমি আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করব!’’ বাই দ্য ওয়ে, আপনার ছেলে-মেয়েরা কিন্তু জানে যে আপনি Absolutely exist করছেন! যদি সবাই উত্তীর্ণ হইতে পারে তো খুবই ভাল। কিন্তু কি হবে যদি কেহ কেহ উত্তীর্ণ হইতে না পারে? একি তাদের দোষ নাকি আপনার ভীমরতির দোষ? আপনি কি তাদের আগুনে পোড়াইতে পারবেন? সাহস থাকলে পরীক্ষাটা করেই দেখুন না! আর এতে প্রমানিত ও হয়ে যাবে গড মার্সিফুল নাকি আপনি! কি বলেন।
গড মানুষ সৃষ্টি করেই সাথে সাথে অ্যান্টিভাইরাসও (Revelation) পাঠালেন মানুষের হেদায়েতের জন্য। ভাইরাস (Satan/bad Nafs) কি তাহলে অন্য কেহ সৃষ্টি করে রেখেছিল? কোন সুস্থ মস্তিস্কের মানুষ কি কখনও নিজের কম্পিউটারে ভাইরাস ছেড়ে দিয়ে আবার অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়ার ইন্সটল করবে? এরকম পাগলের দেখা তো এখনও পাই নাই! কেহ কেহ বলতে পারে কম্পিউটারের তো আর ফ্রি-উইল নাই! ওআইসি, ফ্রি-উইলের কথা তো ইতোমধ্যে ভূলেই গিয়েছিলাম। আচ্ছা, মানুষ ফ্রি-উইল দিয়ে যেটা করে সেটা কি গডের কন্ট্রোলের বাহিরে? কন্ট্রোলের বাহিরে হইলে তো গড আর ওমনিপটেন্ট থাকলনা, তাই না।

আর যদি গডের কন্ট্রোলের ভেতরেই হয় তাহলে আবার ফ্রি-উইল হল কিভাবে? সুডো ফ্রি-উইল? আর গড ভাইরাস এবং ফ্রি-উইলের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ দেখার জন্যই কি তাদের একসাথে ছেড়ে দিয়েছেন! রসিক গড বটে! গেম্‌স খেলতে পছন্দ করেন!

এক ভদ্রলোক ই-ফোরামে ফ্রি-উইলের উদাহরণ দিতে গিয়ে গরুকে দড়ি দিয়ে খুঁটির সাথে বেঁধে রাখার কথা বলেছিল। খুঁটিকে কেন্দ্র করে এবং দড়িকে ব্যাসার্ধ ধরে গরু যে বৃত্ত তৈরী করবে সেটাই নাকি তার ফ্রি-উইলের পরিসীমা! প্রথমে যুক্তিটাকে লজিক্যালই মনে হয়। কিন্তু প্রশ্ন হইল এই পরিসীমার মধ্যে গরুটি যা করবে তা কি গডের কন্ট্রোলের বাহিরে? গরু তো ইচ্ছা করলেও ঐ বৃত্তের বাহিরে যেতে পারবে না। আর যদি খুঁটি উপড়াইয়া বৃত্তের বাহিরে চলেই যায় তাহলে ঐ খুঁটির আর কি দাম থাকল! মানুষকেও কি অনুরূপ কোন খুঁটি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে যে ইচ্ছা করলেও ঐ খুঁটি উপড়াইতে পারবে না? আর সেই দড়ির লিমিট ই বা কতটুকু? যদি তাই হয়, তাহলে পৃথিবীতে এত নাস্তিক কেন? নাস্তিকদের শক্তি কি গডদের খুঁটির চেয়েও বেশী শক্তিশালী! নাকি নাস্তিকতাও ঐ বৃত্তের পরিসীমার মধ্যেই পড়ে যায়! তাই কি? নাকি আমারই বুঝার ভূল! কেহ কি ব্যাপারটা পরিস্কার করে বুঝিয়ে বলবেন? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলেই নাকি লিমিট ক্রস হয়ে যায়! আমি তো দেখি এইসব লিমিট ক্রস করা খুবই জরুরী। লিমিট ক্রস না করলে কি কখনও সত্য বের হয়। যেমন অনেকেই ‘শয়তানকে কে সৃষ্টি করেছে’ এই প্রশ্নে যেতেই চায় না! এর আগ পর্যন্তই নাকি লিমিট। এই সকল লিমিট ক্রস করাতে আমি তো অন্যায়ের কিছু দেখিই না বরং এর দরকার আছে মানুষের ভালর জন্যই।

মনে করুন আপনার দুই ছেলের মধ্যে কিছু কিছু ব্যাপার নিয়ে ভূল বুঝাবুঝি হয়েছে। যার ফলে তারা একে অপরের সহিত সবসময় কলহে লিপ্ত। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে যে তারা একে অপরকে হত্যা পর্যন্ত করতে প্রস্তুত। ধরুন আপনি ইচ্ছা করলেই একমুহুর্তের মধ্যে তাদের ভূলগুলো সংশোধন করে দিয়ে ছেলে দুটোকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারেন। এ অবস্থায় আপনি ছেলে দুটোকে বাঁচাবেন কি না? নাকি এক ছেলের পক্ষ হয়ে আরেক ছেলেকে হত্যা করবেন? নাকি Judgment Day’র জন্য অপেক্ষা করবেন! আপনি হলে কোনটা করতেন আর গড মহাশয়গুলো এসব ক্ষেত্রে কি করে? মেক এনি সেন্স?
গড জিউসদের হেদায়েতের জন্য তৌরাত পাঠালেন। তৌরাত নাকি শুধু জিউসদের জন্যই প্রযোজ্য ছিল। তাহলে ঐ সমসাময়ীক সময়ে অন্যান্য জাতির জন্য কি কি ধর্মগ্রন্থ ছিল? ইতিহাসে এর তেমন কোন প্রমান পাওয়া যায় না। যাইহোক, জিউসরা নাকি গডের উপর টেক্কা দিয়ে তাদের তৌরাত চেঞ্জ করে ফেলেছে! গড না চাইলে তারা কিভাবে চেঞ্জ করল? এটা কি তাহলে টেক্কা দেওয়া হল না? আর যদি গডই চেয়ে থাকে তাহলে তাদের কি করার ছিল? গড চাক বা না চাক ছুতা একটা ঠিকই বের করেছে। ‘তারা চেঞ্জ করে ফেলেছে!’ যেহেতু তারা চেঞ্জ করেই ফেলেছে, গড তো আর ব্যাক করতে পারেনা (God always look forward. He doesn’t like anything obsolete)। ফলে গড আরেক অ্যান্টিভাইরাস (যবুর) পাঠালেন। সেটাও নাকি কালের আবর্তে মানুষ চেঞ্জ করে ফেলেছে! গডের তারপরও বোধদয় হল না। মানুষ তো ভূল থেকেও শেখে! যাইহোক, গড এবার তার স্টক থেকে তৃতীয় অ্যান্টিভাইরাস (ইঞ্জিল) পাঠালেন। সেটাতেও ভাইরাস তো গেলই না বরং

উলটোদিকে ভাইরাসই অ্যান্টিভাইরাসকে খেয়ে ফেলল! অ্যান্টিভাইরাসের দারুন ক্ষমতা তো! পরিনাম, খৃষ্টানরাও চেঞ্জ করে ফেলেছে! গড পর পর তিন বার ভূল করার পর বুঝতে পারলেন কি সর্বনাসই না হয়ে গেছে! আগের অ্যান্টিভাইরাস গুলোতে যদি আর একটি মাত্র ভার্স যোগ করা যেত তাহলে আর তারা চেঞ্জ করতে পারত না! ভার্সটি হইল ‘‘We will protect Our antivirus.’’ চতুর্থ বারে যেয়ে গড কিন্তু ঠিকই স্মার্ট হয়ে গেল। শুনেছি ন্যাড়া নাকি একবারই বেল তলায় যায়। কিন্তু গড পর পর তিন বার বেল তলায় গিয়েছিলেন! গডের বেল বুঝি খুব পছন্দ!

পৃথিবীতে প্রতি দিন, প্রতি মুহুর্তে, কারনে-অকারনে, রাস্তা-ঘাটে, বনে-বাঁদারে, বাসে-ট্রেনে, ঘর-বাড়িতে, শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ পর্যন্ত কত লোক randomly মারা যাইতেছে তার কোন হিসাব নাই। একজন মানুষকে খুব সহজেই হত্যা করা যায়। দুই-তিন মিনিট নাক-মুখ চেপে ধরে রাখলেই মানুষ মারা যায়! মানুষকে শুধু একটি ধাক্কা দিয়েও মারা যায়। তার মানে ‘‘জীবনটা’’ খুবই তুচ্ছ একটা জিনিস। খুবই ক্ষণভঙ্গুর! কেহ প্ল্যান করে পাঠালে মানুষের জীবন এত ক্ষণভঙ্গুর হবে কেন? মানুষকে নাকি গডের বন্দনা করার জন্যই প্ল্যান করে পাঠানো হয়েছে। কেহ কেহ আবার বলে টেস্ট করার জন্য পাঠানো হয়েছে। তাহলে একজন মানুষের জীবন আরেকজনের হাতের উপর ডিপেনডেন্ট হবে কেন? এগুলি সবকিছুই কি টেস্ট!

যে শিশুটি জন্মের পরই মারা গেল গড তাকে কিভাবে টেস্ট করল? একজন মানুষ আরেক জনকে হত্যা করল। তো যাকে হত্যা করা হল তাকে গড কি টেস্ট করল, আর যে হত্যা করল তাকেই বা কি টেস্ট করল? এর সমাধান কি! এসবই গডের random লীলাখেলা নাকি!

একজন সুস্থ মানুষের বীর্যে গড়ে ২৫০ মিলিয়ন স্পার্ম থাকে। এর কিছুটা কম-বেশীও হতে পারে। যাইহোক, এই ২৫০ মিলিয়ন স্পার্মের মধ্যে থেকে ‘‘একটি মাত্র’’ স্পার্ম কাজে লাগে ডিম্বানুকে নিষিক্ত করার জন্য! তাহলে বাকি ২৪৯ মিলিয়ন ৯ লক্ষ ৯৯ হাজার ৯ শত ৯৯ টি স্পার্ম কোন কাজেই লাগছে না!!! যাদের ২০ মিলিয়নের (প্রতি মি.লি.) নীচে স্পার্ম থাকে তাদের নাকি সন্তান হওয়ার সম্ভাবনাও খুবই কম থাকে! ভেরী ‘‘Intelligent and Efficient’’ ডিজাইন বটে! Isn’t it random? এর মধ্যে মানুষ আবার ইনটেলিজেন্ট ডিজাইনের কি দেখতে পায় তা তো খুঁজে পাই না। এগুলি সবকিছুই কি ইনটেলিজেন্টলি হইতেছে?

আমি অনেকদিন ধরে অশিক্ষিত এবং শিক্ষিত মানুষদের খুব কাছে থেকে জানার চেষ্টা করেছি। দেখেছি শিক্ষিত মানুষের মধ্যেই ধর্মান্ধ এবং ইর্র্যাশনাল (Irrational) এর ভাগ বেশী। অশিক্ষিত মানুষেরা যেটা জানে সেটা যেমন সহজ-সরল ভাবে বলে দেয় আবার যেটা জানেনা সেটাও অকপটে স্বীকার করে যে জানে না। কিন্তু শিক্ষিত মানুষগুলোর বেশীরভাবই দেখেছি তারা হিপোক্রেট টাইপের। তারা সহজ-সরল ভাবে কোন কিছুই স্বীকার করতে চায় না। পৃথিবীতে যত রকমের সমস্যা তার বেশীরভাবই এই ধরনের শিক্ষিত মানুষের দ্বারাই সৃষ্টি। আমি কিছু অশিক্ষিত মানুষদের প্রশ্ন করেছি যে তারা পূজা-পার্বণ-নামাজ-রোজা কেন করে। কেহ কেহ বলেছে, ‘‘বাবা, আমাদের চৌদ্দ পুরুষ ধরে করে আসছে তাই করি।’’ কেহ কেহ

আবার বলেছে, ‘‘মনে শান্তি পাই বাবা তাই করি।’’ এই লোকদের আপনি আর কি বলতে পারেন? সম্ভব হলে তারা যেন পূজা-পার্বণ-নামাজ-রোজা আরো ভালো ভাবে করতে পারে সেই ব্যবস্থাই করে দেবেন, তাই না। একই প্রশ্ন আপনি শিক্ষিত লোকদের করে দেখেন তারা কি বলে। আপনাকে এক্কেবারে হাইকোর্ট এবং সম্ভব হলে সুপ্রিমকোর্ট পর্যন্ত দেখাইয়া ছাড়বে!

যদি কোন Higher Being/Higher Reality বলে কিছু থেকেই থাকে সেটা আমরা এখনও জানিনা। কেহ যদি claim করে যে সে জানে তাহলে তাকে অবশ্যই অকাট্য প্রমান দিতে হবে। মেঘের আড়াল থেকে শুধু শুধু লুকোচুরি খেললে হবে না! আর এই বলে এড়িয়ে গেলে হবেনাঃ

‘‘দেখনা, এতবড় মহাবিশ্ব, গ্রহ-নক্ষত্র, গাছ-পালা, মানুষ, পশু-পাখি, আরো কত কি; এগুলি কে সৃষ্টি করেছে?’’

‘‘আমি না অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে বিশ্বাস করি!’’

‘‘২.২/১.৩ বিলিয়ন মানুষ স্টুপিড নাকি! এতগুলো মানুষ কিভাবে ভূল হতে পারে?’’

কে সৃষ্টি করেছে বা আদৌ কেহ সৃষ্টি করেছে কি না আমরা এখনও সঠিক ভাবে জানিনা। যা কিছু বলা হচ্ছে সবই অনুমান (গড মহাশয়গুলো মেঘের আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে আর কতদিন মানুষে-মানুষে হত্যাযজ্ঞ দেখতে চায়?)। তো এই না জানা চরম সত্যটা সহজ-সরল ভাবে স্বীকার করলে সমস্যা কোথায়? নাকি কোন বেনিফিট আছে ঃ)

খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে – ৩

God created all the **visible** cosmos ..... in six days.

ভিজ্যাব্‌ল্‌ কজমস্‌ (visible cosmos) অর্থাৎ যেগুলো শুধু খালি চোখে দেখা যায় যেমনঃ পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র, মেঘ, নক্ষত্র (star), এবং উল্কাপিন্ড (shooting-star) এইগুলি গড ৬ দিনে সৃষ্টি করেছে। কোন কোন গড এগুলি সৃষ্টি করার পর নাকি টায়ার্ড হয়ে গিয়েছিল। ফলে সপ্তম দিনে যেয়ে রেস্ট নিয়েছে! ইস্‌, এখনকার মত এনার্জেটিক খাবার দাবার তখন থাকলে গড নিশ্চয় টায়ার্ড হইত না। এ নিয়ে কেহ কেহ আবার বলে, ‘‘দেখলে তো, তোমাদের গড কাজ করে টায়ার্ড হয়ে যায় কিন্তু আমাদের গড কখনও টায়ার্ড হয় না!’’

যাইহোক, সায়েন্স বলে এই পৃথিবীর শুরু থেকে বর্তমান অবস্থায় আসতে কয়েক বিলিয়ন বছর লেগেছে। সায়েন্স দ্বারা লেজিটিমেট করার জন্য কেহ কেহ আবার বলে গডের একদিন সমান ৫০,০০০ বছর। তারা গডের ৬ দিনকে ৫০,০০০ দিয়ে গুণ করে বিলিয়ন বিলিয়ন বছর বানাইতে গিয়ে ৩ লক্ষ বছরে এসে থেমে যায় (৬ × ৫০,০০০ = ৩,০০০০০)। আমি এক বড় scholar কে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, গডের যেখানে শুধু ‘‘হও’’ বললেই নাকি হয়ে যায় সেখানে এই পৃথিবী সৃষ্টি করতে ৩ লক্ষ বছর লাগলো কিভাবে? উনি বলেছিলেন, এর দ্বারা গড নাকি খুব সতর্কতার পরিচয় দিয়েছে। গড নাকি তারাহুরা করেন নি। মনে হচ্ছে গড তারাহুরা করলে কিছু একটা বিপদ হয়ে যেত?! সেই গন্ডারের জোক্‌স মনে পড়ে গেল। গন্ডারের চামড়া নাকি এতই পুরু যে এ সপ্তাহে কাতুকুতু দিলে পরের সপ্তাহে নাকি হাসি পায়! গডের ক্ষেত্রেও এরকম কিছু নাকি? শুধু ‘‘হও’’ বলতেই ৩ লক্ষ বছর লেগে গেছে অথবা ‘‘হও’’ কথাটা ইমপ্লিমেন্ট হইতেই ৩ লক্ষ বছর লেগেছে!

আমরা খালি চোখে নক্ষত্রকে খুবই ছোট দেখি। টেলিস্কোপ ছাড়া কল্পনাই করা যায় না যে নক্ষত্রগুলো এতবড় হইতে পারে। উল্কাপিন্ডকে যখন হঠাৎ করে আকাশে জ্বলতে দেখা যায় তখন মনে হতেই পারে কোন ‘‘ক্ষুদ্র’’ নক্ষত্র বুঝি খসে পড়েছে! কোন কোন গড আবার এই উল্কাপিন্ডকে (shooting-star) সম্ভবতঃ মনে করেছে নক্ষত্র (star) এবং এই নক্ষত্রকে মিসাইল হিসাবে ব্যবহার করে ডেভিলকে তারাও করেছে। কিছু জিন্‌ নাকি চুপি চুপি সপ্তম আসমানে যেয়ে গডের মিটিং শোনার চেষ্টা করেছিল। গড মিসাইল (star) দিয়ে ধাওয়া করে তাদের চেষ্টা ব্যর্থ ও করে দিয়েছে! মারহাবা!

মজার ব্যাপার হইলো চন্দ্র, সূর্য বা নক্ষত্রের আকার-আকৃতি বা দূরত্ব সম্পর্কে সবগুলো গডই বেশ চেপে গেছে! তারা একটু হিনট্‌স ও দেয় নাই। যা কিছু বলেছে তার সবই obvious. খালি চোখে একজন মানুষ যদি এক সকাল থেকে পরদিন সকাল পর্যন্ত সূর্য এবং চন্দ্রের গতিপথ লক্ষ্য করে তার কাছে খুব স্বাভাবিক ভাবেই মনে হবে যে সূর্য এবং চন্দ্র পৃথিবীকে কেন্দ্র করে এবং পৃথিবী থেকে সমান দূরত্ব বজায় রেখে একই ছেদের নীচ দিয়ে যাতায়াত করছে। সে কল্পনাও করতে পারবে

না যে সূর্য এবং চন্দ্র একে অপর থেকে কত দূরে অবস্থিত। ফলে সে স্বাভাবিক ভাবেই আশ্চর্য্য হবে এই ভেবে যে, একই ছাদের নীচ দিয়ে দুটি জিনিস প্রতিদিন যাতায়াত করছে অথচ তারা একে অপরকে ধরতে পারছে না বা একে অপরের সাথে কোন সংঘর্ষ ও হচ্ছে না! কোন কোন গড ও এই অদ্ভুত সিনারিও দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেছে! পৃথিবী থেকে সমান দূরত্বে না মনে করলে বা একই ছাদের নীচে না মনে করলে সূর্য এবং চন্দ্রের সংঘর্ষের কথা আসবে কেন? যেখানে আবার অনেক নক্ষত্রও রয়ে গেছে (নক্ষত্রগুলো তো আর দৌড়াদৌড়ি করছে কিনা বুঝা যায় না, তাই নক্ষত্রের সাথে সংঘর্ষের কথা স্বাভাবিক ভাবেই আসেনি)। কোন কোন গড আবার সূর্য অস্ত যাওয়ার পর কোথায় থাকে এ নিয়ে মনে হয় বেশ বিপদেই পড়ে গিয়েছিল। মিজ নাজমা মোস্তফার মত অনেক রিসার্স করার পর বলেছে যে, ''সূর্য অস্ত যাওয়ার পর আরশের নীচে যেয়ে বিশ্রাম নেয় এবং সেজদায় গিয়ে গডের কাছে অনুমতি চায় পরদিন সকাল বেলা আবার ওঠার জন্য।''

শুধুই কি তাই, কোন গডই এত বড় বড় সাগর মহাসাগরের আয়তন সম্পর্কে কোনই উচ্চ-বাচ্চ করেনি। কোন কোন গড শুধুই মিডল ইষ্ট রিজিয়নে যে সকল নদ-নদি, পশু-পাখি, ফল-মূল, লোকগাঁথা আছে সেগুলোই শুধু উল্লেখ করেছে। কোন কোন গড আবার শুধুই ইন্ডিয়া-নেপাল-শ্রীলংকা রিজিয়নে কিছু কিছু জিনিসের নাম উল্লেখ করেছে। তারা ভুলেও তাদের টেরিটরির বাহিরে পা রাখে নাই। অ্যামাজিং!

একথা সত্য যে, যুগে যুগে যারা নিজেদেরকে প্রফেট বলে দাবি করেছেন তারা সমসাময়ীক লোকদের তুলনায় অনেক এ্যাডভান্সড, বুদ্ধিমান, এবং স্মার্ট ছিলেন। যেমন ছিলেন গ্যালিলিও, নিউটন, এবং আইনস্টাইন। আমার ধারণা, নিউটন/আইনস্টাইন যদি নিজেদের প্রফেট দাবি করে বলত যে গতিসূত্র/আপেক্ষিকতাবাদ গডের রেভিলেশন (revelation) তাহলে অনেক লোকই তাদেরকে বিশ্বাস করত। আর আজ থেকে ১০০০/২০০০ বছর পরে তাদের ফলোয়ারের সংখ্যাও বিলিয়ন ছেড়ে যেত। এমনকি রবীন্দ্রনাথ ও যদি নিজেকে প্রফেট বলে প্রচার চালাইত সেক্ষেত্রে ও মনে হয় ইন্ডিয়ার অনেক মানুষই তাকে ফলো করত; যেখানে অনেকেই সাপ, ইঁদুর, কচ্ছপের পূজা করে।

আমি মাঝে মাঝে চিন্তা করি যে, সত্যিকার অর্থেই যদি কোন ক্রিয়েটর থেকে থাকে এবং তিনি যদি কখনও কোন প্রফেট না পাঠাইয়া থাকেন এবং তার সামনে যদি সত্যি সত্যি বিচারের কাঠগড়ায় দ্বারাইতে হয় সেক্ষেত্রে প্রফেটদের কি হবে! আমার কথা না হয় বাদই দিলাম, যা হবার একটা কিছু হবেই। কিন্তু প্রফেটদের কথা চিন্তা করে মাঝে মাঝে আমি ঘুমাইতে পারি না এই ভেবে যে তাদের কি হবে!

যাদের ধর্মগুলো সম্বন্ধে মিনিমান একটা ধারণা আছে তারা যদি একটু খোলা মনে চিন্তা করে তাহলে বুঝতে পারবে যে ধর্মগুলো ইভোলুশন (evolution) পদ্ধতিতে একটির পর একটি এসেছে। সবচেয়ে পুরাতন ধর্মতে আমরা যত মিথ এবং আজগুবি সব কথাবাত্রা দেখি পরের ধর্মগুলোতে স্টেপ-বাই-স্টেপ সেটা অনেকটাই কমিয়ে এসেছে যদিও একেবারে মিথ ফ্রি হয় নাই। স্বাভাবিক ভাবেই যত দিন গিয়েছে গড ও ইভোলুশন পদ্ধতিতে ততই বুদ্ধিমান এবং স্মার্ট হয়েছে! গড ধীরে ধীরে বুঝতে শিখেছে যে ১০০০ বছর আগে যেটা বলেছিলাম সেটা এখন আর মিনিংফুল মনে হয়

না। এখন একটু আপডেট করতে হবে। এভাবেই গড (রা?) ধীরে ধীরে রিলিজিয়ন গুলোকে আপডেট করেছে। একটি রিলিজিয়নের সাথে আরেকটি রিলিজিয়নের কিছু কিছু মিল থাকার কারণ হইলো, এই কমন পয়েন্টগুলো এখনও মানুষের কমনসেন্স এর মধ্যেই আছে; যার ফলে চেঞ্জ হয় নাই। বাদবাকি পয়েন্টগুলো সমসাময়ীক সময়ে মিনিংফুল মনে হইলেও পরবর্তীতে এসে মিনিংলেস হওয়ার কারণে ধীরে ধীরে আপডেট হয়েছে। কিছু অ্যাডিশন-সাবট্রাকশন ও হয়েছে। সেটাই স্বাভাবিক।

একসময় মানুষ অনেক গডে বিশ্বাস করত। তারপর একজন এসে হয়ত বলেছে এতো গডে বিশ্বাস করা মিনিংলেস; সুতরাং গডের সংখ্যা কমাইয়া দাও। পরে আরেকজন এসে হয়ত বলেছে আরো কমাইয়া দাও। তারপর আরেকজন এসে বলেছে একাধিক গড থাকতেই পারে না; সুতরাং একটিই রাখ। এর পর যদি কোন প্রফেট আসে তিনি হয়ত বলবেন যে গড টার্মটাই আসলে রিডান্ড্যান্ট; সুতরাং এটাও বাদ দিয়ে দাও! শুধু ধর্মগ্রন্থগুলোর কনসেপ্ট'ই না, যে কোন বিষয় নিয়ে অ্যানালাইসিস করলেই দেখা যাবে যে সেটি খুব স্বাভাবিক ভাবেই ইভোলুশন পদ্ধতিতে দিন দিন আপডেটেড হয়েছে। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথ, এরোপ্লেন, টেলিফোন, কম্পিউটার, ইত্তাদি সবকিছুই ইভোলুশন পদ্ধতিতে দিন দিন এ অবস্থায় এসে পৌঁচেছে। প্রথম আবিষ্কৃত কম্পিউটারের সাথে লেটেস্ট ল্যাপটপের তুলনা করুন; প্রথম আবিষ্কৃত টেলিফোন পদ্ধতির সাথে বর্তমান সেলুলার ফোনের তুলনা করুন; অথবা, একটি শিশুর সাথে একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের তুলনা করুন। দেখবেন এ সবই ইভোলুশনের ফলাফল।

ধর্মগ্রন্থ গুলোতে সম্ভবতঃ ৯৯% (guess) কথাবার্তাই obvious যেগুলো একজন স্মার্ট এবং বুদ্ধিমান মানুষের মাথা থেকে বের হতেই পারে। বাকি যা কিছু ছিঁটে-ফোঁটা unobvious কথাবার্তা আছে সেগুলো কারো কারো কাছে বিশ্বাস করার মত sufficient না ও হইতে পারে। যে জিনিসের কোন অকাট্য প্রমান নেই সেটাকে ''নাই'' ধরে নেওয়াটাই বেশী যুক্তিসঙ্গত যতক্ষণ পর্যন্ত না কেহ অকাট্য দলিল-প্রমান সহ হাজির হচ্ছে। কমনসেন্স তো তাই বলে। তারপরও যদি কেহ অপ্রমানিত এমন কিছুতে বিশ্বাস করতেই চায় সেটা তার সম্পূর্ণ পার্সোনাল অ্যাফেয়ার হওয়া উচিৎ। নিজেই জানিনা কোনটা সত্য অথচ মানুষকে ''সঠিক পথে'' নিয়ে আসার গুরুদায়িত্ব হাতে তুলে নেওয়ার চেয়ে বড় হিপোক্রেসি বা আহাম্মকি আর কি হতে পারে? মানুষ তো কখনও বলে না যে, ''আমি বিশ্বাস করিনা দুধের রং সাদা'', ''আমি বিশ্বাস করিনা ২+২ = ৪'', ''আমি বিশ্বাস করিনা জীব মাত্রই মরণশীল'',................; কিন্তু একটি জায়গাতে এসে মানুষ অবিশ্বাস করছে কেন??? মানুষ স্টুপিড নাকি যে অ্যাবসলিউটলি বিশ্বাসযোগ্য একটি জিনিসকে বিশ্বাস করবে না??? বিশ্বাসযোগ্য নয় তাই বিশ্বাস করে না। প্লেইন এন্ড সিম্পল। এখানে জোর-জবরদস্তি বা টানা-হেঁচড়া করার কি আছে?

১৯৯৮ সালের ঘটনা। আমার এক ধার্মিক কলিগকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে মানুষ কেন জোড়-জবরদস্তি করে অপরের উপর ধর্ম (বিশ্বাস) চাপিয়ে দিতে চায়? কেহ নামাজ না পড়লে বা শুক্রবারে জুম্মায় না গেলে তো অন্য কারো ক্ষতি হচ্ছে না (জনাব জামিলুল বাসারের ভাষ্য অনুযায়ী তো প্রায় সবগুলো মুসলিমই শুক্রবারে জুম্মায় যেয়ে কোরাণ বিরোধী কাজ করছে; অথবা, প্রচলিত নামাজ-কালাম সবই

কোরাণ বিরোধী!)? আপনাদেরকে কে দায়িত্ব দিয়েছে যে যারা নামাজ পড়বেনা তাদেরকে জোর করে নামাজ পড়াইতে হবে? ওনি অ্যামাজিং একটা উত্তর দিয়েছিলেন। ওনি বলেছিলেন যে, ‘‘ফোঁড়া হয়েছে অপারেশন করতে হবে না?’’ চিন্তা করুন, ওনারা মনে করছে নামাজ না পড়া মানে ‘‘ফোঁড়া’’ হওয়া সুতরাং সে ফোঁড়া তারা জোর করে অপারেশন করে দিতে চায়। আমি বললাম, একজনের ‘‘ফোঁড়া’’ হয়েছে কি না সেটা সে নিজেই জানলনা বা সত্যি সত্যি যদি ‘‘ফোঁড়া’’ হয়েই থাকে সেটা অপারেশন করতে হবে কি না সেটাও বুঝলনা অথচ আপনারা বুঝে গেলেন অপারেশন করতে হবে? আরও বললাম, বুশ-ব্লেয়ার যদি বলে যে ইরাক এবং আফগানিস্তানের ‘‘ফোঁড়া’’ হয়েছিল তাই আমরা অপারেশন করে দিচ্ছি সেক্ষেত্রে আপনার কেমন লাগবে (আমার তো খুবই বাজে লাগবে)? জবাব নেহি মিলেগা!

যথেষ্ঠ হয়েছে, এই ধরনের হিপোক্রেসির অবসান হওয়া উচিৎ। মানুষকে নিজের মত করে চলতে এবং চিন্তা করতে দেওয়া উচিৎ। যারা ঘরের কোণে বসে তছবি-জায়নামাজ নিয়ে পড়ে থাকতে চান; ভালো কথা, থাকুন। প্রয়োজনে মানুষ আপনাদের সাহায্য করবে। কিন্তু অপরের পার্সোনাল ব্যাপারে নাক গলাতে না আসাই ভালো যতক্ষণ পর্যন্ত না কারো দ্বারা কারো ক্ষতি হচ্ছে (বিশেষ করে materialistic ক্ষতি)।

এতগুলো মানুষ জাহান্নামের আগুনে অনন্ত কাল ধইরা পুড়বে এই ভেবে তাদের চিন্তায় ঘুম আসে না! গড ও মনে হয় এতো বেশী চিন্তা করার সময় পায় না! গড হয়তো জাহান্নামের টেম্পারেচার কিভাবে আরো বাড়ানো যায় সে রিসার্স নিয়েই ব্যস্ত। যাইহোক, তারা একা একা নাকি পোলাও-কোরমা খেতে চায় না; সবাইকে নিয়েই তারা পরপারে পোলাও-কোরমা-বিরানি খাবে! কেহ খেতে না চাইলেও তারা জোড় করে খাইয়ে ছাড়বে, এমনকি তাকে হত্যা করে হলেও। এহ্ মহাদরদি আর কাকে বলে! অথচ তারা নিজেরাই জানেনা যে তারা বিরানি পাবে নাকি টিরানি পাবে! পৃথিবীতে প্রতিদিন কত মানুষ না খেয়ে মারা যাইতেছে সেইদিকে তাদের খুব একটা ভ্রুক্ষেপ নাই অথচ তারা পরপারের পোলাও-কোরমা ভাগাভাগি নিয়ে ব্যস্ত!

আরে ভাই, আমি কিছুতেই বুঝিনা মানুষ কেন হিন্দু/মুসলিম/খৃষ্টান/জিউস ইত্তাদি আইডেনটিটি নিয়া হিংসা-বিদ্বেষ-মারামারি-কাটাকাটি-খুনাখুনিতে লিপ্ত! Is this kind of identity a big deal? It seems simply nothing to me. At a time I can say that I am a Muslim (by-born), I am a Hindu, I am a Christian, I am a Jews, I am a Buddhist, I am a Sikh, I am a Pagan, I am a Bahayaa, I am a Jurastrian, I am a Confucian, I am a ...., I am a .... And at the same time I can declare that I am none of the above! তাতে কি হইল? তাতে কি এই পৃথিবীর একটি ধূলিকণারও কিছু যায় আসলো? মানুষ আর কবে বড় হবে! কবে এই ‘‘অতি তুচ্ছ’’ ব্যাপারটা বুঝতে শিখবে!

রায়হান।